# মডিউল-২০

**কোর্সকোড- BENG-H-CC-T-4**

**কোর্স নাম -অলংকার, শাক্তপদাবলী, অন্নদামঙ্গল ও বাংলা প্রুফ সংশোধন**

**মিলন মণ্ডল**

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এস. আর. ফতেপুরিয়া কলেজ, বেলডাঙ্গা।

**পর্ব-১: অলংকার**

**গঠন**

**২০.১ উদ্দেশ্য**

**২০.২ প্রস্তাবনা**

**২০.৩ মূলপাঠ**

**২০.৪ সারাংশ**

**২০.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলী**

**২০.৬ উত্তর সংকেত**

**২০.৭ গ্রন্থপঞ্জি**

## ২০.১ উদ্দেশ্য

এই অংশ পড়লে পাঠক-পাঠিকাদের–

বাংলা কবিতার অলংকার বলতে কী বোঝায়, এ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা আপনার মনে তৈরি হবে।

কাব্যের অলংকার নিয়ে ভারতীয় আলংকারিকদের ধারাবাহিক চিন্তাভাবনা বিষয়ে আরও বিশদভাবে জানবার জন্য তারা আগ্রহী হবেন।

কবিতার অলংকারের মূল বিভাগ এবং তাদের ভেতরকার সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে তার একটি প্রাথমিক ধারণা তৈরি করতে পারবেন।

## ২০.২ প্রস্তাবনা

কবিতার সৌন্দর্য অনুভব করার পাশাপাশি উৎসুক পাঠকের, আগ্রহী শিক্ষার্থীর অতিরিক্ত দায়িত্ব সেই সৌন্দর্যের রহস্য কী, তা ধাপে ধাপে বুঝে নেবার চেষ্টা। এর প্রথম ধাপ কবিতায় অলংকার সন্ধান। ভারতীয় অলংকার চর্চার ধারা থেকেই বাংলা কবিতার অলংকারের ভাবনা এসেছে, আবশ্যক পরিভাষা নেওয়া হয়েছে প্রাচীন অলংকারশাস্ত্র থেকেই। অলংকার সম্পর্কে আপনার মনে প্রাথমিক

ধারণাটুকু তৈরি করে দেবার জন্য যেটুকু আবশ্যক, সংক্ষেপে তাই করা হল এই একক।

## ২০.৩ মূলপাঠ

সংস্কৃত 'অলম'-এর একটি অর্থ 'ভূষণ' বা সাজসজ্জা। 'অলংকার' তাহলে সাজসজ্জার কাজ। শরীরের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য শরীরকে সাজানো হয় গয়না দিয়ে, তাই গয়না শরীরের অলংকার। রচনাকে সুন্দর করার জন্য যে আয়োজন, তাও অলংকার। সেই অলংকারে সাজানো হলে তবেই কোনো রচনা হবে কাব্য।

ভারতমুনির 'নাট্যশাস্ত্রে' অলংকারের উল্লেখ হয়েছিল দু-হাজার এক-শ বছর আগে — উপমা, দীপক, রূপক, যমক এই চারটি অলংকার। ভারতবর্ষে অলংকার-চর্চার এই হল সূচনা। দেড় হাজার বছর আগে থেকে শুরু হয়েছিল অলংকার নিয়ে নানা বিতর্ক। ছ-শতকের আচার্য দন্ডীর 'কাব্যাদর্শে' ভরতমুনির চারটি অলংকার বেড়ে হল ছত্রিশটি। তাঁর মতে, যেসব ধর্ম কাব্যে শোভা এনে দেয় তার নাম অলংকার ('কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে')। সাত-শতকেরক আচার্য ভামহের 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থের বক্রোক্তি-তত্ত্ব পেরিয়ে যখন আট শতকে পৌঁছই, তখন দেখি, বামনাচার্য অলংকার সম্পর্কে একটি মূল্যবান সূত্র নির্দেশ করছেন তাঁর 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি' গ্রন্থে — কোনো রচনা মানুষের কাছে উপাদেয় এবং কাব্য বলে গ্রাহ্য হয় অলংকারের জন্যই, আর সৌন্দর্যই হচ্ছে সেই অলংকার ('কাব্যং গ্রাহং হ্যলঙ্কারৎ। সৌন্দর্যমলঙ্কারঃ')। বামনাচার্যের এই সূত্রটি আজকের বাংলা কবিতার অলংকার বুঝতেও অত্যন্ত জরুরি। সংস্কৃত কাব্যের অলংকার নিয়ে আলোচনা পাল্টা আলোচনা চলেছে সতেরো-শতক পর্যন্ত। বামনাচার্যের সূত্রটি ক্রমশ দুটি মাত্রা পেল — এক, অলংকার কাব্যের সাধারণ (আত্মভূত) সৌন্দর্য; দুই অলংকার কাব্যের বিশেষ (অঙ্গভূত) সৌন্দর্য। চৌদ্দ-শতকের বিশ্বনাথ কবিরাজ অলংকারের এই দ্বিতীয় মাত্রাটি ধরে ছিয়াত্তরটি অলংকারের আলোচনা করলেন তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে।

সেই অর্থ ধরেই বাংলা কবিতায় অলংকারের সন্ধান কিছুকাল ধরে চলছে। এখঅনে আমরাও তাই করব — বাংলা কবিতা থেকে আবশ্যকমতো উদাহরণ সংগ্রহ করে অলংকার নির্ণয় করে যাব। তবে তার সীমানা পনেরোটি অলংকার।

কবিতার মতো অলংকারের আয়তনও অনির্দিষ্ট। একটি অলংকার একটিমাত্র শব্দকে আশ্রয় করতে পারে, একটি-দুটি চরণ বা বাক্য জুড়ে থাকতে পারে, কবিতার একটি স্তবক বা ছোটোমাপের একটি কবিতার শরীরেও ছড়াতে পারে। কবিতা বা তার অন্তর্গত স্তবক-চরণ বাক্য শব্দের দুটি রূপ — একটি ধ্বনিরূপ, আর একটি অর্থরূপ। ধ্বনিরূপ ধরা পড়ে কানে, আর আবেদন শ্রুতির কাছে; অর্থরূপ ধরা পড়ে মনে-মস্তিষ্কে, তার আবেদন বোধের কাছে। কবিতা স্তবক-চরণ বাক্য বা শব্দ উচ্চারিত হলে উচ্চারণজনিত ধ্বনির মাধুর্য সরাসরি শ্রোতার কানকে তৃপ্ত করতে পারে, অথবা অর্থের সৌন্দর্য শ্রোতার বোধকে উদ্দীপিত করতে পারে। ধ্বনির মাধুর্যের নাম, শব্দালংকার, আর অর্থের সৌন্দর্যের নাম অর্থালংকার। অলংকারের মূল বিভাগ এই দুটি।

## ২০.৪ সারাংশ

শরীরের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য গয়না দিয়ে শরীরকে সাজানো হয়। তাই, গয়না শরীরের অলংকার। তেমনি, কথাকে সুন্দর করে সাজানোর জন্য যে আয়োজন, তা কথার অলংকার। আর, এই অলংকার দিয়ে সাজানো কথাই কাব্য বা কবিতা।

ভারতবর্ষে অলংকারের ইতিহাস ২১০০ বছরের। প্রথম ভরতমুনি জানালেন ৪টি অলংকারের কথা, তারপর আচার্য দন্ডী ৩৬টি এবং ভামহ বামনাচার্যের যুগ পেরিয়ে সবশেষে বিশ্বনাথ কবিরাজ ৭৬টি অলংকারের আলোচনা করলেন। বামনাচার্যের একটি মত, অলংকার হচ্ছে কবিতার শরীরের সৌন্দর্য। বিশ্বনাথ কবিরাজ এই অর্থ ধরেই অলংকার ব্যাখ্যা করলেন, আমরাও এই অর্থ ধরেই বাংলা কবিতায় অলংকারের সন্ধান করব।

একটি মাত্র শব্দ অথবা একটি-দুটি চরণ বা একটি স্তবক, এমনকী একটি গোটা কবিতা জুড়েও থাকতে পারে অলংকার। কবিতা বা স্তবক-চরণ শব্দের দুটি রূপ — ধ্বনিরূপ আর অর্থরূপ। ধ্বনিরূপ ধরা পড়ে কানে, অর্থরূপ ধরা পড়ে মনে-মস্তিষ্কে। ধ্বনির মাধুর্যের নাম শব্দালংকার, অর্থের সৌন্দর্যের নাম অর্থালংকার। অলংকারের মূল বিভাগ এই দুটি।

## ২০.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. কবিতার অলংকার বলতে কী বোঝায়?

২. (ক) পাঁচজন প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকের নাম, তাঁদের গ্রন্থের নাম আর অলংকার-চর্চার কাল (শতক) উল্লেখ করেন।

(খ) কোন আলংকারিকের কোন সূত্রের কী অর্থ ধরে বাংলা কবিতায় অলংকার সন্ধান করা হয় লিখুন।

৩. (ক) একটি কবিতা কতটুকু আয়তন জুড়ে একটি অলংকার থাকতে পারে, লিখুন।

(খ) উচ্চারিত কবিতা বা তার অংশের কী কী রূপ, কোন রূপ শ্রোতার কোন ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে লিখুন।

৪. অলংকারের মূল বিভাগ কী কী, কবিতা বা তার অংশের উচ্চারণ থেকে অলংকার কীভাবে তৈরি হয় — লিখুন।

## ২০.৬ উত্তর সংকেত

১. যে সমস্ত অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভূষণ কবিতা বা সাহিত্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ও রসের সৃষ্টি করে। তাকে অলংকার বলে।

২. (ক) ১. ভরতমুনি—নাট্য শাস্ত্র—খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতক।

২. আচার্যদণ্ডী–কাব্যদর্শ–খ্রিষ্টাব্দ ছয় শতক।

৩. আচার্য ভামহ–কাব্যালঙ্কার–খ্রিষ্টাব্দ সাত শতক।

৪. বামনাচার্য–কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি– খ্রিষ্টাব্দ আট শতক।

৫. বিশ্বনাথ কবিরাজ–সাহিত্যদর্পণ–খ্রিষ্টাব্দ চোদ্দ শতক।

(খ) বামনাচার্যের 'কাব্যম গ্রাহ্যং হ্যলঙ্কারাৎ' ধরে বাংলা কবিতায় অলঙ্কার চর্চা করা হয়।

৩। (ক) একটি মাত্র শব্দ, একটি-দুটি চরণ বা বাক্য, একটি স্তবক জুড়ে অহকার থাকতে পারে।

(খ) ধ্বনিরূপ, অর্থরূপ: ধ্বনিরূপ কানে লাগে, অর্থরূপ মস্তিষ্কে প্রবেশ করে।

৪। অলঙ্কারের মূল বিভাগগুলি হল শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার।

## ২০.৭ গ্রন্থপঞ্জি:


১. শ্যামাপদ চক্রবর্তী–অলঙ্কার চন্দ্রিমা।

২. জীবেন্দু সিংহ রায়–বাংলা অলঙ্কার।

৩. সুধীন্দ্র দেবনাথ–বাংলা কবিতার অলঙ্কার।